দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক

বিভিন্নস্থানে নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। কিন্তু এগুলি পরিচালনা করার মত দক্ষ কমিটি নাই। ফলে বিভিন্ন কলেজে অব্যবস্থা দেখা দেওয়ায় শুরুতেই এগুলি মুখ থুবড়াইয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবেলনাতাদের।

চাঁদপুরঃ জেলার সর্বত্র কলেজ খোলার হিড়িক পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে ৬/৭ টি কলেজ চালু করা হইয়াছে। ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, মতলব, হবিগঞ্জ ও হাইমচর থানায় বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে কলেজে উন্নীত করার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সম্প্রতি চাঁদপুর সদর থানার বাবুরহাট হাইস্কুলকে বাবুরহাট কলেজ, মুন্সিরহাট কলেজ, বেরুদিয়া হাইস্কুলকে কলেজ ফরিদগঞ্জ থানার চান্দ্রা ইমাম আলী হাইস্কুলকে কলেজ, গল্লাক কলেজ, চিকা চাঁদপুর নয়ারহাট কলেজ, গুদকালিদিয়া কলেজ উদ্বোধন করা হইয়াছে। ইহারও বেশ কয়েক মাস পূর্বে হাইমচর কলেজ, মতলব রয়মনন্নেছা মহিলা কলেজ, হাজীগঞ্জ ও বলাখাল মহিলা কলেজ, শাহরাস্তি মেহের খারুন্নেছা মহিলা কলেজ, চরভৈরবী কলেজ শুরু করা হয়। এই সমস্ত কলেজের বেশ কয়টি ইতিমধ্যে অর্থসংকট, প্রশাসনিক জটিলতাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে অংকুরেই বিলীন হইয়া যায়। আবার কয়েকটি শুধুমাত্র ছাত্রী ভর্তি করাইয়া লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইতেছে না দেখিয়া মহিলা কলেজ নাম পরিবর্তন করিয়া এলাকার গ্রামের সাথে সংগতি রাখিয়া নামকরণ করিয়া ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করাইয়া কলেজ পরিচালনা করা হইতেছে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, এই ধরনের অধিকাংশ কলেজে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম প্রথম বেশ উদ্যোগী ভূমিকা থাকিলেও কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই উদ্যোগে ভাটা পড়িয়া যায় এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, বৈদ্যুতিক বিল, টেলিফোন বিল, কলেজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিল পরিশোধে বিরাট বাধা হইয়া আসে। ফলে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ও সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করিয়া কলেজগুলি চলিতে হয়। এই ব্যাপারে সরকারী বিধি নিষেধগুলিও সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় না বলিয়া জানা গিয়াছে।

নড়াইল ঃ ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর চাপ, এসএসসি পাসের হার বৃদ্ধি এবং বর্তমানে কলেজসমূহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় চলতি অর্থবছরেই নড়াইল জেলার সদর থানার মীর্জাপুর গ্রামে লোহাগড়া থানার লাহুড়িয়া এবং দিঘলিয়া বাজারের নিকট লক্ষীপাশায় একটি মহিলা কলেজ এবং ইতিনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী খুলিয়া আর একটি কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে। নব প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঃ পাইকারীহারে জেলার শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাটোর এবং সদর থানার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। জানা গিয়াছে, যেসব কলেজ চালু করা হইতেছে সেগুলিতে কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করিয়া বে-আইনীভাবে প্রভাষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে। ইন্টারভিউ-এর নামে শুরু হইয়াছে প্রহসন। লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার কোন ফলাফল কাজে আসে না। গজিয়া উঠা কলেজগুলির নাম-কা-ওয়াস্তে কার্যকরী কমিটি ক্ষমতার জোরে প্রতিটি পদে প্রভাষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের জন্য আদায় করে ৫০ হইতে ৭০ হাজার টাকা অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ১০ হইতে ৩০ হাজার টাকা